বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ তরিখে আয়োজিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম অবহিতকরণ শীর্ষক কর্মশালার প্রতিবেদন।

উদ্বোধন পর্ব:

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম বিষয়ে বিগত ০৭ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী ০১টি অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আবু বক্কর ছিদ্দীক, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব), চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুন নূর মুহাম্মদ আল ফিরোজ, অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রফেসর নেহাল আহমেদ, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। আলোচক হিসেবে জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন (যুগ্মসচিব), সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ এবং জনাব এ এস এম জাকির হোসেন (যুগ্মসচিব), সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) এনটিআরসিএ, ঢাকা কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি জনাব মো: এনামুল কাদের খান (অতিরিক্ত সচিব), এনটিআরসিএ কর্মশালার শুরুতে কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অত:পর তিনি কর্মশালার পরিচিতি পর্ব পরিচালনা করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে সম্মানিত প্রধান অতিথিসহ সকলকে সাদর সম্ভাষন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে কর্মশালা আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি এনটিআরসিএ'র সূচনালগ্ন থেকে এ অব্দি সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মশালায় একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যভিত্তিক ধারণা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক প্রফেসর নেহাল আহমেদ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) জনাব আবদুন নূর মুহাম্মদ আল ফিরোজ বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দীক তার উদ্বোধনী ভাষণে কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তার বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের গুরুত্ব এবং ভূমিকা তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে এনটিআরসিএ ও বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর গুরুত্ব পৃথকভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন শিক্ষার মানউন্নয়নে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের নিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শিক্ষক নির্বাচনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এর কার্যকর ভূমিকা তুলে ধরেন।

তিনি উল্লেখ করেন নানা প্রতিকূলতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এনটিআরসিএ'র কর্মকান্ড এগিয়ে চলেছে। শিক্ষার মানউন্নয়েনর জন্য প্রয়োজন ভাল শিক্ষক, ভালো ক্যারিকুলাম ও ভালো এ্যাসেসমেন্ট ।

তিনি শিক্ষার মান অর্জিত না হওয়ার জন্য জনসংখ্যা, মানুষের ঘনত্ব, নগর রাষ্ট্র ধারণার প্রয়োগের অনুপস্থিতি, শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ না হওয়াকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি বিদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ এবং তার সুফল সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন।

তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন ভালো ও মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশাকে বেছে না নিলে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমানে কোনো সরকারি চাকুরি না পেয়ে যারা বিকল্প পথ খুজে না পায় তারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করে। নিয়োগ পাওয়ার সময় তারা যে কোন স্থানে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও নিয়োগ পাওয়ার পর দূরবর্তী কর্মস্থল থেকে তার বাড়ীর কাছে আসার চেষ্টা শুরু হয়। এছাড়াও রয়েছে এমপিওভুক্ত করণে সমস্যা, পদ্ধতিগত সমস্যা।

মাননীয় প্রধান অতিথি সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা যেন সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য সকলে একযোগে কাজ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বেড়েছে, শিক্ষক চাহিদা বেড়েছে পদ দ্রুত পূরণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

সংবিধান, দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষা, শিক্ষা একমুখী হওয়ার কথা আমাদের বহমুখী শিক্ষার দর্শন। শিক্ষিত জনগণ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পর্ব:

কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন, সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ধাপ, প্রবেশ পর্যায়ের নিয়োগ সুপারিশ প্রক্রিয়া ও ধাপ এবং আসন্ন সপ্তদশ নিবন্ধন পরীক্ষায় করণীয় নির্দেশাবলী সম্বলিত মূলপ্রবন্ধ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। কর্মশালার মূল প্রবন্ধ পর্বের পর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা এবং এনটিআরসিএ'র নিবন্ধন পরীক্ষা বিষয়ে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এবং জেলা শিক্ষা অফিসারগণের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। অবহিতকরণ কর্মশালায় নিম্নরূপ সুপারিশ পাওয়া যায় :

সুপারিশসমূহ:

(১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন (শিক্ষা ও আইসিটি), বরিশাল মূল প্রবন্ধে উপস্থাপিত পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশাবলীতে গোপনীয় ও নিরাপত্তার সঙ্গে গোপনীয় প্রশ্নপত্রের ট্রাংক ও খাতা গ্রহণ ও ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাব রাখেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক তিনটি পৃথক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ৩টি ভিন্ন প্রবেশপত্র ব্যবহার না করে একটি প্রবেশ পত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করার সুপারিশ করেন।

(২) জনাব এ বি এম শওকত ইকবাল শাহীন, সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণের জন্য প্রণীত দায়িত্বের নির্দেশনায় গোপনীয় মালামাল গ্রহণ ও প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। এনটিআরসিএ'র সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) আরও জানান, তিনটি পর্যায়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ভিন্ন ও ক্ষেত্র ভিন্ন হওয়ার কারণে তিন পর্যায়ে তিনটি প্রবেশপত্র প্রদান করা হচ্ছে। অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি ভিন্ন প্রবেশপত্র প্রদান করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। পরীক্ষা নির্দেশনায় পরবর্তীতে প্রতিনিধি শব্দের স্থলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সংযোজন করা হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

(৩) জেলা শিক্ষা অফিসার, কুষ্টিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান:

(ক) এমপিও সিট প্যাটার্নে পদবি না থাকায় সমস্যা হচ্ছে মর্মে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এমপিও সিটে পদবি সংযোজন করার জন্য সুপারিশ করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাসওয়ার্ড জেলা শিক্ষা অফিসারদের মাধ্যমে দেয়ার অনুরোধ জানান।
(গ) প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষকদের ন্যায় সহকারী প্রধান শিক্ষক/ প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে সম্পন্ন করার পরামর্শ প্রদান করেন।

(৪) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) খুলনা এমসিকিউ প্রশ্ন কক্ষভিত্তিক প্যাকেট করে সরবরাহ করার প্রস্তাব রাখেন।

(৫) জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা জানান পরীক্ষা পরিচালনা নির্দেশাবলীতে জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে পুলিশ সুপার এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনার এর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তিনি কক্ষ পরিদর্শক মোবাইল নিতে পারবে না মর্মে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

(৬) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), বগুড়া জানান সিট প্লান এর মুদ্রিত কাগজ পাঠানোর বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিতকরণের জন্য এবং ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ওএমআর প্রেরণের নিয়মাবলী স্পষ্ট করণের অনুরোধ জানান।

(৭) জেলা শিক্ষা অফিসার, বরিশাল প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষকদের ন্যায় সহকারী প্রধান শিক্ষক/ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে সম্পন্ন করার পরামর্শ রাখেন। এমপিও নীতিমালার সাথে সুপারিশ এর শর্তের কিছু বিরোধ দেখা যাচ্ছে মর্মে তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এ ব্যাপারে এমপিও বিষয়ক সভা করার প্রস্তাব করেন। তিনি ভুল উত্তর প্রদানের জন্য নম্বর কর্তনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান, তিনি আরও জানান মহিলা কোটার কারণে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তিনি বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানান।

(৮) জেলা শিক্ষা অফিসার, দিনাজপুর জানান এনটিআরসিএ কর্তৃক কোনো জেলায় কত শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশ করা হয়েছে তার তালিকা জেলা শিক্ষা অফিসারদেরকে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি জেলা শিক্ষা অফিসারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ নিতান্তই অপ্রতুল হওয়ায় তা বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধির আবেদন করেন। তিনি জেলা ভিত্তিক কেন্দ্র বাড়ানোর প্রস্তাব বিবেচনার অনুরোধ জানান।

(৯)অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), ময়মনসিংহ জানান পরীক্ষা গ্রহণে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানে জেলা প্রশাসন অঙ্গিকারবদ্ধ। তিনি পরীক্ষা গ্রহণে কর্মরত শিক্ষকদের সম্মানী বাজেট বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান।

(১০) জেলা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম বাকলিয়া পরীক্ষা কেন্দ্রের সমস্যা তুলে ধরেন এবং উক্ত কেন্দ্রের সমস্যা কি ভাবে সমাধান করা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। তিনি ভবিষ্যতে কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেন।

(১১) পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণ ও প্রবেশ পর্যায়ে নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম এবং বিশেষ করে ১৭টি নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে সহযোগিতা প্রদানকারী জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিরলস কর্মসম্পাদনকারী সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করে আগামীতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি অন্যান্য সকল পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের ন্যায় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণে সকলের সজাগ, কার্যকর ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দলগত চেতনায় কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

(১২) সচিব, এনটিআরসিএ জানান ইএফটি এর মাধ্যমে কেন্দ্র সচিব ও জেলা প্রশাসক বরাবর বাজেট বরাদ্দের অর্থ প্রেরণের বিষয়টি আগামী সপ্তাহে নিশ্চিত করা হবে। তিনি বিগত পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রেরিত অর্থের খরচের বিবরণী ও বিল ভাউচার যারা প্রেরণ করেননি তাদেরকে অনুগ্রহ করে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।

(১৩) কর্মশালার সভাপতি চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ আগামী ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে সম্পন্নকরণে সকলের কার্যকর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি পরীক্ষা গ্রহণে যাতে ত্রুটি বিচ্যুতি না হয় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার রোধ করা যায় সে বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত সভায় প্রস্তাবনা তুলে ধরার অনুরোধ জানান।

সভাপতি সকল আমন্ত্রিত অতিথি, অংশগ্রহণকারী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর কর্মকর্তাসহ এনটিআরসিএর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সঞ্চালক-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

র‍্যাপোটিয়ারের স্বাক্ষর

২৮/১২/২০২২

১. জনাব তাহসিনুর রহমান
পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)
এনটিআরসিএ, ঢাকা।

২৮/১২/২০২২

২. জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান
সচিব (উপসচিব)
এনটিআরসিএ, ঢাকা।